দৈনিক বাংলা

UU 024

তারিখ 19 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা মঙ্গলবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৯৪ : ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৮

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায় নতুন নয়। শিক্ষার একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। ফলে চাহিদাও আছে। আর এ চাহিদাকে পুঁজি করে কিছু ফায়দা হাসিল করে নেয়ার মত লোক বা মানসিকতাও আছে। তবে গত এক দশকে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায় যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার নজির এদেশে তো বটেই, সম্ভবত গোটা বিশ্বেই বিরল। চাকচিক্য আর উন্নততর শিক্ষার প্রলোভনে আকৃষ্ট করে একদিকে অভিভাবকদের শোষণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটা বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিকে পাকা করে তোলা হচ্ছে, যার পরিণতি মারাত্মক হতে বাধ্য। আমরা মনে করি, জাতীয় স্বার্থে এ সমস্যাটির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে।

শিক্ষা নিয়ে সনাতনী ব্যবসায় টিউশনি তার পরিচিত মাত্রায় গা-সওয়া ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তবে রাজধানী নগরী এবং দেশের প্রধান শহরগুলোতে তার এক ভিন্ন রূপও দেখা দিয়েছে। নতুন এ ব্যবস্থায় শিক্ষকের কাছে বিদ্যালয়ের মতই দলবদ্ধ পঠন-পাঠনের আয়োজন যার লক্ষ্য পরীক্ষায় উচ্চতর সাফল্য। মূলব্যবসায় প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষ বিদ্যালয় দিয়ে শুরু হলেও এখন তা মাধ্যমিক পর্যায়কেও গ্রাস করতে চলেছে। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা এসব 'কিন্ডারগার্টেন' বা আগে-পিছে বিশেষণযুক্ত ক্যাডেট বিদ্যালয়গুলোতে আর যাই থাক, জাতীয় শিক্ষাক্রমের সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতি অন্তত নেই। কোথাও অধিকতর ইংরেজী শেখানো এবং কোথাও কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতার আশ্বাস-ই বড় কথা।

এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলোতে একটি শিশুর সুস্থ বিকাশের পরিবেশগত চাহিদাও কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। নিজের একটি বাড়ি থাকলে ভাল কথা, না থাকলে ভাড়া করা বাড়িই যথেষ্ট। কিছু আসবাব নিয়ে চটকদার সাইনবোর্ড ঝুলিয়া বসে পড়লেই হয়। পাড়ার জনাকয় শিক্ষিতা মহিলা, অবসরভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা জনাকয়েক বেকারকে জুটিয়ে নেয়া কঠিন কিছু নয়। উচ্চহারে ছাত্রবেতন আদায় করে কিছু অংশ সহযোগীদের দিয়ে উদ্যোক্তার মোটা মুনাফাই থাকে। এই তথাকথিত কিন্ডার গার্টেনগুলোর নামের বাহারও লক্ষণীয়। দেশ কিংবা জাতীয় ভাবধারার স্পর্শও তাতে থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়—বিদেশী চাকচিক্যই এদের প্রধান আকর্ষণ।

জাতীয় শিক্ষাকার্যক্রমের একটা নির্ধারিত লক্ষ্য থাকার কথা। শিক্ষাব্যবস্থায় একটা সুসম পরিবেশও যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজবিকাশের শর্তবিশেষ। বিশেষ বা উন্নত শিক্ষার নামে এভাবে তাকে ক্ষুণ্ন করার অধিকার কারও থাকতে পারে কি? যদি এই তথাকথিত উন্নত শিক্ষাই কাম্য হয়, দেশের প্রতিটি শিশুর জন্যে তা নিশ্চিত করা হোক। নিদেন পক্ষে এই বিদ্যালয়গুলো যাতে বিদ্যালয়ের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করে তা নিশ্চিত করা হোক। এসব বিদ্যালয়ের দাবী একটাই, কাউকে তো বাধ্য করা হচ্ছে না—আগ্রহী হয়ে যারা আসছেন, তাদের ব্যাপারে অন্যের কি বলার থাকতে পারে। তা ব্যক্তি অনেক কিছুতেই আগ্রহী হতে পারে যা সমাজ বা রাষ্ট্র সমর্থন করে না কিংবা করতে পারে না। শিক্ষাও তেমনি একটি ক্ষেত্র যাতে খেয়ালখুশীর অবকাশ না থাকা উচিত।

এ ছাড়া শিক্ষা নিয়ে এই ব্যবসা জাঁকিয়ে বসার আরও কারণ আছে, তা হল দেশের সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার মানে অবনতি। এখন থেকে পনের-বিশ বছর আগেও দেশে কিন্ডারগার্টেনের এই ব্যবসা এ রকম ছিল না। কিন্তু তখনও এদেশে লেখাপড়া হয়েছে। তখন প্রায় সকলেই সরকারী বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রাইমারী স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার সেই মান নেই বলেই বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি।

শিক্ষা নিয়ে ফলাও ব্যবসায় বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে এদিকটিও তলিয়ে দেখা দরকার, এই সর্বনাশা ব্যবস্থা গজিয়ে ওঠার কিংবা অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার সুযোগ পেলো কি করে। চলতি পরিস্থিতি কি এমনই একটা ইঙ্গিত বহন করে না যে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আস্থার অভাব দেখা দিয়েছে? যদি তাই সত্য হয় এর কারণগুলোর মূলোৎপাটন ব্যতিরেকে কোনো ব্যবস্থাই বাঞ্ছিত ফল দিতে পারবে না। শিক্ষা নিয়ে চলমান ব্যবসায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাই দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নও প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষ এবং সমাজের চিন্তাশীল অংশের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।